যায়যায়দিন

তারিখ 27 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ১৬ প্রতিষ্ঠানের ২ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী পরিবারের মানবেতর জীবন-যাপন

মুরাদনগর (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১৬টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত না হওয়ায় কর্মরত ২ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

জানা যায়, বিভিন্ন ইউনিয়নে স্থানীয় উদ্যোগে সরকারি বিধি পূরণসাপেক্ষে ১৬টি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি বৈধভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের আবেদন করার পর পরিদর্শন করে নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রধান শিক্ষক ও সুপারসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মচারীরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসা, চৈনপুর, কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন (কায়কোবাদ) দাখিল মাদ্রাসা, উত্তর পেন্নই দারুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, যাত্রাপুর তানজিমুল মিল্লাত দাখিল মাদ্রাসা, নেয়ামতকান্দি-আমপাল দাখিল মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর রাহাত আলী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, হারপাকনা ফজিলাতুন্নেছা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুর নার্গিস-নজরুল বিদ্যানিকেতন, কামারচর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধনীরামপুর ডি ডি এস ওয়াই নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালগুলো একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিনা বেতনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন। এছাড়াও ঘোড়াশাল আলহাজ রকিব উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পায়ব আবদুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়, আলীরচর তায়মোস বেগম উচ্চ বিদ্যালয়, উরিশ্বর গার্লস হাইস্কুল ও ধামঘর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমিক লেভেলের শিক্ষকরা ধারাবাহিকতা স্বীকৃতি পাওয়ার পর প্রতিটি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তকরণের আবেদন করা হয়। দীর্ঘদিন চাকুরি করে বেতন না পেয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেও বছরের পর বছর এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন।

এ ব্যাপারে ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবু মুছা বলেন, বেতন না পেয়ে অন্যের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করা কতোটা বিব্রতকর তা বলাবাহুল্য।